তারিখ ... 07 APR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রসঙ্গে

পাবলিক পরীক্ষায় একের পর এক প্রশ্নপত্র ফাঁস আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় মহামারী আকার ধারণ করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। দুঃখজনক হইলেও সত্য, ইহার সহিত আজ শিক্ষক, অভিভাবকসহ সমাজের প্রভাবশালী একটি মহল ও চক্র জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। দেখা যাইতেছে, বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁস হইলেও ইহার উৎস অনুসন্ধান করিয়া যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে না। বর্তমানে এইচএসসি পরীক্ষা চলিতেছে। এই পরীক্ষারও প্রশ্নপত্র ফাঁসের অপচেষ্টা হইয়াছে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার ঘণ্টা খানেক আগে প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খুলিয়া কয়েকজন অসাধু শিক্ষক মোবাইল ফোনে ছবি তোলেন। তাহার পর পরীক্ষা কেন্দ্র হইতে তাহা ছড়াইয়া দেন ভাইভার, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি অ্যাপসের মাধ্যমে। তাহাদের আটকও করা হইয়াছে। এই ঘটনায় শিক্ষামন্ত্রী হতাশাও প্রকাশ করিয়াছেন। মানুষ গড়িবার কারিগর শিক্ষকগণই যদি এই ভয়াবহ অনৈতিক কাজে জড়িত থাকেন, তাহা হইলে আমরা যাইব কোথায়?

অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছে, প্রশ্নপত্র ফাঁস যেন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, আশির দশক হইতে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের অন্তত ৮০টি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটিয়াছে; কিন্তু কোনোটিরই উৎস বাহির করা যায় নাই। বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাও নূতন কিছু নহে। বলা বাহুল্য, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে মেধাবীরা। ইহাতে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার প্রতি যেমন আগ্রহ কমিয়া যাইতেছে, তেমনি দেশ ও জাতি ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হইতেছে নিঃসন্দেহে।

প্রকৃতপক্ষে যেই সমাজে সকলে কিভাবে রাতারাতি বড়লোক হইবেন, সেই চিন্তায় বিভোর, সেখানে শুধু শিক্ষকদের দোষ দিয়া লাভ নাই। সমাজে টাকাই আজ সবকিছুর নিয়ন্ত্রক হইয়া পড়িয়াছে। এখানে জ্ঞানী-গুণীর কোনো কদর নাই, নীতি-নৈতিকতার স্থান নাই। নাই সততার মূল্যও। ফলে একশ্রেণির শিক্ষকও তাহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ছুটিতেছেন অর্থের পিছনে। দ্বিতীয়ত অভিভাবকরা ছুটিতেছেন প্রতিযোগিতার পিছনে। এক দশক আগেও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কিংবা নিয়োগ পরীক্ষায় এত প্রতিযোগিতা ছিল না। শুধু এই দেশে নহে, উন্নত দেশগুলিতেও শিক্ষার্থীরা আজ প্রবল প্রতিযোগিতার কারণে এক নিদারুণ সংকটে নিপতিত। এই বাস্তবতায় অভিভাবকরা চাহিতেছেন, যে করিয়াই হউক, তাহাদের সন্তানটি ভালো রেজাল্ট করিয়া প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকুক। এইজন্য শিক্ষার্থীদের চাইতে তাহাদের ঘুম হারাম হইতেছে বেশি। তাহারা পরীক্ষার রাত্রে সারা রাত জাগিয়া থাকিয়া প্রশ্নের সন্ধান করেন। বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের দালালদের পিছনে লাগিয়া থাকেন। ছেলে-মেয়েরা ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁস হইয়াছে কিনা তাহা নিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়ে। এই তুমুল প্রতিযোগিতারই সুযোগ নিতেছে একশ্রেণির অসাধু ব্যক্তি বা চক্র যাহারা প্রশ্নপত্র প্রণয়ন হইতে শুরু করিয়া প্রশ্নপত্র ছাপা কিংবা বিতরণের সহিত জড়িত। তাহারা ইহাকে দেখিতেছে রাতারাতি ধনী হইবার উপায় হিসাবে। অতএব, শুধু আক্ষেপে কিংবা কথায় কাজ হইবে না। নীতিনৈতিকতার যে অবক্ষয় চলিতেছে তাহার লাগাম যেমন টানিয়া ধরিতে হইবে, তেমনি কঠোর হইতে হইবে প্রশ্ন ফাঁসের সহিত জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে।